শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ভক্তি অর্ঘ্য

শ্রীমৎ কল্যাণানন্দ ব্রহ্মচারী

জাগো জাগো ওগো আলোর দেবতা, তিমির অপসারি,
আনো আনো প্রাণে আশার বারতা, নৈরা দুঃখহারী,
নিয়ত নিয়ত ভীত শঙ্কিত, অসহ বেদনা ভারি,
এসো এসো প্রভু জুড়াও হৃদয়, আর বেদনা সহিতে নারি।।

সেদিন যেমন এসেছিলে তুমি, দুর্যোগভরা রাতে—
কেঁদেছিল ধরা, বেদনায় ভরা, মহামায়া ছিল সাথে,
মোহবাহিনী সেই সে তিমিরে ঘুচাইতে মোহ ভার,
হেসেছিলে তুমি, জানাতে অভয়, ঘুচাতে অন্ধকার।।

অন্ধকারার পাষাণ ভেদিয়া, জ্বেলেছিলে তুমি আলো—
অত্যাচারের কুটিল ভ্রূকুটি, লাঞ্ছনা অপমান,
আঘাতে তোমার, পড়েছিল লুটি, হেসেছিল অবসান,
আবার এসোগো, দুখিত হৃদয়, আবার বাসোগো ভালো।

যশোমতী কোলে ভয়ভীত হয়ে, কেঁদেছিলে মা-মা বলে—
লীলা চঞ্চল, নামাল অবোধ, ধরেছিলে তার গলে,
ননীচুরি লয়ে কতো লুকোচুরি, উদ্দাম হা-হা হাসি,
অমানিশা বুকে, তোমারি পরশে, উঠেছিল চাঁদ ভাসি।।

এসোগো আবার, রাখালিয়া বেশে, ধরগো আবার তান—
মোহন বেণুর সুধার পরশে, জুড়াও গো মন প্রাণ,
অমরাবতীর নন্দনবনে, নাচিব তোমারে ঘিরিয়া,
ডাকিগো তোমায় বড় আশা লয়ে, আবার এসোগো ফিরিয়া।।

গোপ-গোপী যত তৃষিত কাতর, বিরহ বেদনা ভারি—
সময়ের ভার, বিহনে তোমার, আরতো সহিতে নারি,
শ্রীদাম-সুদাম ডাকিছে তোমায়, পীতবাস বনচারী,
ছাড়িয়া হৃদয় এসো বাহিরিয়া, মোহন-মুরলী-ধারি।।

অঘা - বকাসুর অত্যাচারীর আশুব পুন শুরু—
ভয়ভীত মোরা নরনারী যত, বুক করে দুরু দুরু,
শঙ্কিত মন, কালীয় দমন করো পুন নিজ হাতে,
করো শমন দমন, অশুভ-নাশন, লুয়ে বলরাম সাথে।।

ললিতা বিশাখা করে হায় হায়, মূর্ছিতা রাধারাণী—
নও দয়াময়, পাষাণ হৃদয়, কোথা সান্ত্বনা বাণী?
কাঁদিয়ে ধরার যত নরনারী, লুকাও কোথায় ওগো ব্যথাহারী,
এসো এসো ফিরে, রাসমণি হয়ে, মোহন মুরতী ধরি।।

শশিতের বোতে ভেসেছিল ধরা, কংস অত্যাচারী—
তাণ্ডবকার গর্জন ভরা, সর্ব্ব ধ্বংসেকারি,
তোমারে নাশিতে, অশুভ জাগাতে, করেছিল মন-আশ,
অবহেলা ভরে দনুজ দলন, কংসে করিলে নাশ।।

জরাসন্ধ ও শিশুপাল আদি কংসের ধ্বজাধারী—
তোমারে বধিতে, এসেছিল ধেয়ে, মহাকাল রূপ ধরি,
অনায়াসে সবে করেছ দমন, ভক্তের ভয়হারী,
শমন দমন, অশুভ নাশন, মঙ্গলময় হরি।।

ভক্তে রাখিতে দ্বারকাপুরীতে রচেছিলে নববাস—
রাজার ধর্ম্ম করিতে পালন, সুনীতির আশ্বাস,
শিখালে সত্যধর্ম্ম পালন করিতে, মঙ্গলময় কর্ম্ম,
রুক্মিণী আদি সত্যভামায় গৃহধর্ম্ম।।

থাকে অর্জ্জুন আদি পাণ্ডব সখা, নিয়ত তোমারে ঘিরিয়া—
প্রাণপণে রয় ধর্ম্মেরি পথে, সতত তোমারে স্মরিয়া,
তবু কেন হায় পদে পদে পায়, লাঞ্ছনা অপমান—
এতো অন্যায় অবিচারে কিগো, বাড়ে ধর্ম্মের মান???

ঐ শোনো আজে গর্জ্জন করে দুষ্ট দুর্যোধন—
ঘনাইছে পুন শকুনির ছায়া, অশুভ দুঃশাষণ,
আস্ফালনের বিষ নিশ্বাসে বিষাক্ত হল ধরা।
অনাচার যত, অবিচার তত, পাপের কলস ভরা।।

আজিও চলিছে কপট পাশার কুট-কধর্য্য খেলা—
ঈর্ষাতাড়িত লোভলালসায়, ক্ষমতা কাড়ার নেশা,
অহঙ্কার আর মদমত্ততা, দম্ভ আকাশ ছোঁয়া,
ক্ষমতার নেশা, আরো-আরো চাই, অবলের মাথা নোয়া।।

সপ্তরথীতে বধিছে বালকে, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী—
বলেছিলে তুমি ধর্ম্মের গ্লানি সহিবে না নিরবধি,
ডাকিছে তনয়, এসো দয়াময়, এসোগো লজ্জাহারী,
ধর্ম্মক্ষেত্র ডাকিছে তোমায় ডাকে বিশ্বের নরনারী।।

লীলায় খেলায়, ভরাতে ধরায়, ধরো "ঐশী বিশ্বরূপ"—
ধরণীর গ্লানি, জীবনের বোঝা, সহে না যে কোনরূপ,
বিহনে তোমার, ক্ষণ কাল যেন, যুগ বলি মনে হয়,
এসোগো বন্ধু, ধরো সবে হাত, এসো কল্যাণময়।।

সকল ধর্ম্ম পরিহার করি তোমারে স্মরি গো স্বামী—
তোমা বিনা যেন কিছু নাহি রয়, কিছু নাহি জানি আমি,
পাপতাপ মোরা কিছুই জানি না, শুধু তোমারেই জানি,
কর্ম্ম অন্তে শান্তি মিলয়, চরণে নিওগো টানি।।

আজ ভরিয়া উঠুক হৃদয় সবার, তোমার জন্মদিনে—
আশিষে তোমার ভাসুক ধরণী, শুভ মঙ্গল দিনে,
আজি প্রণতচিত্ত, আঁখি নিমিলিত, বাকি নাহি আর কেউ,
সবার সঙ্গে জানাই তোমায়, "হ্যাপী-বার্থডে টু ইউ"।।